ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্যের একান্ত সচিব (পিএস) আইয়ুব আলীকে হেনস্তা ও অফিস ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। গতকাল শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীরা এ ঘটনা ঘটায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ১০-২০ অস্থায়ী কর্মচারী উপাচার্যের একান্ত সচিব (পিএস) আইয়ুব আলীর অফিসে গিয়ে ফাইলের বিষয়ে জানতে চান। এ সময় ফাইলের বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান পিএস। এর পর কর্মচারীরা তার ওপর চড়াও হয়ে অফিস ভাঙচুর করাসহ মারধরের চেষ্টা করেন। দুই কর্মকর্তার সহযোগিতায় রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে আশ্রয় নেন পিএস আইয়ুব আলী। পরে প্রশাসন ভবনের নিচে এসে বিক্ষোভ করেন ওই কর্মচারীরা।

advertisement 3

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মচারী জানান, পিএসের অফিসের চেয়ার ও টেবিলের কাচভাঙা এবং টেবিলে রাখা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। উপাচার্যের কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, অস্থায়ী কর্মচারীদের কয়েকজন এসে উপাচার্যের পিএসের রুমে প্রবেশ করেন। প্রবেশের একটু পরই হট্টগোল ও ভাঙচুরের শব্দ পাওয়া যায়। গিয়ে দেখি তারা অফিস ভাঙচুর করেছে।

advertisement 4

ভুক্তভোগী পিএস আইয়ুব আলী বলেন, আমি আর এক কর্মকর্তা অফিসে ছিলাম। এ সময় অস্থায়ী চাকরিজীবী পরিষদের সভাপতি টিটো মিজান ও সাধারণ সম্পাদক রাসেল জোয়ার্দারসহ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মচারী আমার অফিসে আসেন। ফাইলের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আমি জানি না বলি। এ সময় ক্ষুব্ধ হয়ে তারা এ ঘটনা ঘটায়। বিষয়টি ভিসি স্যার ও কর্মকর্তা সমিতিকে জানিয়েছি। এ ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

অস্থায়ী কর্মচারী পরিষদের সভাপতি টিটো মিজান বলেন, আমরা নিয়মিত কাজ করলেও আমাদের ফাইল আটকে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে উপাচার্যের পিএস আইয়ুব আলীর অফিসে গিয়েছিলাম। কে বা কারা পিএসের অফিস ভাঙচুর করেছে, তা আমরা জানি না। আমরা আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে পালন করে আসছি।

এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক নিন্দা প্রকাশ করে বিবৃতি প্রদান করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি এটিএম এমদাদুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ওলিদুর রহমান মুকুট।

12
Shares